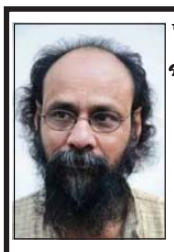

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকার জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

— জয় গোস্বামী, ৪/৩/১৮

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

রং তুলি দিয়ে সুরের ছড়া,স্পর্শ করে পৃথিবীর সব তারা। মনের অন্তরে বাজে নীরব গীত,প্রকৃতির মাঝে ছড়ায় একটি ছড়া।

বর্ষ-১৩, সংখ্যা: ২-৩ | AANANDA AANGAN | এপ্রিল-জুলাই, ২০২৬

যামিনী রায় : আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ

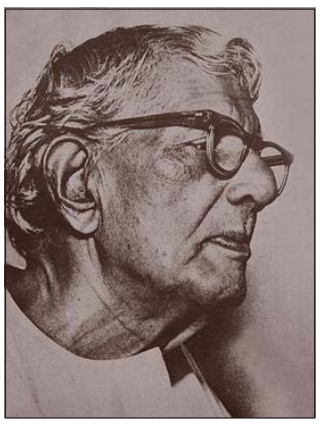

যামিনী রায়। আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ। ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁর স্বকীয়তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যামিনী রায় এর তুলিতে রূপ পেয়েছে বাংলার নিজস্ব রূপ ও শিল্পশৈলী। কেবল ভারতবর্ষেই নয় সারা বিশ্বজুড়ে যামিনী রায় এর শিল্পের খ্যাতি ও সমাদর। তিনি ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম রামতারণ রায়, মা নগেন্দ্রবালা। যামিনীর লেখাপড়া শুরু হয়েছিল স্থানীয় পাঠশালায়। পড়াশুনার অবসরে খেলাধুলো ভুলে তিনি চলে যেতেন বাড়ির কাছের পটুয়া পাড়াতে। সেখানে নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করতেন পটুয়াদের পট আঁকার কলা কৌশল কখনো তাঁকে দেখা যেত গ্রামের মৃৎশিল্পীদের বাড়িতে। মাটির পুতুল, মাটির ঘোড়া ইত্যাদি নিজেও তাদের সঙ্গে বসে তৈরি করার চেষ্টা করতেন এভাবেই ঘটে ভবিষ্যতের সার্থক শিল্পী যামিনী রায়ের শিল্পী জীবনের সূত্রপাত। এক সময় দেখা গেল পড়াশুনার চাইতে পটের ছবি আঁকা, মাটির পুতুল গড়ার দিকেই বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন যামিনী রায়। স্বপ্ন দেখছেন নিজেও ছবি এঁকে বড় শিল্পী হবেন। ছাত্রজীবনেই ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে যামিনী রায় তার জীবনের প্রথম পুরস্কার পেলেন 'সমাজ' নামে একটি ছবি এঁকে। আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ হলে যামিনী স্বাধীন কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। তার কর্মজীবনে গোড়ার দিকে যামিনী পাশ্চাত্য রীতিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন অনেক। এঁকেছেন বহু প্রতিকৃতিও। প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্য তার নামও ছড়িয়ে পড়েছে তখন। তাঁর ছবি 'উত্তরা অভিমন্যু' অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস এর সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে ভাইসরয় এর স্বর্ণপদক লাভ করেন। সারাজীবনে হাজার দশেক ছবি এঁকেছেন শিল্পী যামিনী রায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম করা যেতে পারে। যেমন, কৃষ্ণবলরাম, গণেশজননী,যশোদা, বুদ্ধদেব, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রাধাকৃষ্ণ, স্ত্রীলোক, সাঁততাল রমণী, ক্রুশবিদ্ধ যীশু, মায়ের কোলে শিশু, হাতির পিঠে রাজা, লাল ঘোড়া, বাংলার বধূ, গরু, দুই বৈষ্ণব, তিন যোদ্ধার চিত্র, রথের ওপর রাজারানী, বাছুর, চিংড়ি মুখে দুই বেড়াল, বাউল, সাঁওতালের মাথা প্রভৃতি। তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

ছবি আঁকো, ছবি পাঠাও

প্রিয় শিশু ও কিশোর বন্ধুরা,

প্রকৃতি আমাদের চারিদিকের পরিবেশকে সুন্দর শিল্পকলার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিতে ভরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এই সৃষ্ট শিল্পকলাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরাও শিল্পকলার মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারি। এসো রঙে, রেখায় ফুটিয়ে তুলি এই প্রকৃতিকে। তাই আর দেরি না করে তোমাদের আঁকা শিল্পকলা / ছবি পাঠিয়ে দাও আমাদের পত্রিকা দপ্তরে।

'রঙে রেখায় বসন্ত'

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ আয়োজিত ২য় বর্ষের শিল্প কর্মশালা -'রঙে রেখায় বসন্ত'।

বিগত ৩ রা এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুরের Universal Park & Cafe-তে অনুষ্ঠিত হয়। মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানে শিল্পের রঙ, অনুভূতি ও সৃজনশীলতার এক অপূর্ব মিলন ঘটেছে। শিল্পী, শিল্পপ্রেমী ও সৃজনশীল মানুষদের এই মিলনমেলা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক ও সৃজনশীলতার এক অপূর্ব মিলন ঘটেছে।

এই শিল্প কর্মশালায় শিল্পপ্রেমী সমস্ত চিত্রশিল্পীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রী অশোক কুমার মল্লিক এবং বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীমতি কাকলি দেবনাথ। 'রঙে রেখায় বসন্ত'-র রঙিন মিলন মেলায় প্রায় ৮০ জন চিত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। সবাই খুবই আপ্লুত। সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের পক্ষ থেকে সবাইকে উত্তরীয় পরিয়ে মানপত্র ও মিমেন্টো দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

KALA SANGAM- 2026

শিল্প, সৃজনশীলতা ও কল্পনার এক অনন্য মিলনমেলা আসছে কলকাতায়!

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ আয়োজিত **Kala Sangam 2026 - Painting & Sculpture Exhibition**-এ আপনাকে ও আপনার পরিবারকে আন্তরিক আমন্ত্রণ।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের অসাধারণ চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্য উপভোগ করুন এবং শিল্পের শক্তিকে কাছ থেকে অনুভব করুন।

তারিখ: ১১, ১২ ও ১৩ আগস্ট ২০২৬।

সময়: বিকেল ৩টা-রাত ৮টা।

স্থান: **Gallery Gold, Kolkata**

আসুন, রঙ, রেখা ও সৃষ্টিশীলতার এই উৎসবে অংশ নিই একসাথে।

এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে বা অংশ নিতে ফোন / **Whatsapp করুন - 86178 47889 / 9382831611**

এই চিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবেন—

যুগল সরকার, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী

কাকলি দেবনাথ, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী

অশোক মল্লিক
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী

ড: সঞ্জিত জোতদার
অধ্যাপক
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী

অরুন কুমার চক্রবর্তী
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, অধ্যাপক রেখা চিত্রম

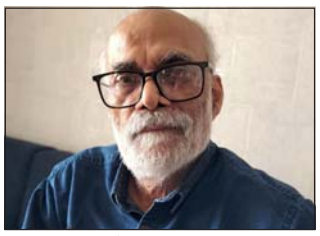

গৌতম পাল
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভাস্কর

তপন কুমার দেবনাথ, দৃশ্য শিল্পী

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

পৃথিবীতে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাঙা-গড়া উত্থান-পতন সব কিছুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্প। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সমূহ সৃষ্টি, স্থিতি, অবস্থা ক্রমবিকাশের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্প। পৃথিবীর যাবতীয় জাগতিক গুণ, মানবিক আবেদন আর জীবনজগতের আচরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে শিল্প। আর সেইসব ঘটনাবলী চিত্রিত করে ধরে রাখার জন্য ছবি আঁকার প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে ছবি বিভিন্ন কালের ছবি বিভিন্ন কালের যুগের দর্পণ।

ছবির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলো ফেলা যায়। চিত্রপটে যুগে যুগে এলো আদিম শিকারি জীবন, কৃষিকাজের যুগ, রাজা-বাদশা জীবন। প্রাধান্য পেল কখনো কখনো নর্তকী দেবদাসী। আধুনিক যুগে এল দরিদ্র মানুষের কথা, আনন্দের কথা, সংগ্রামের কথা, লড়াইয়ের কথা, ছবিতে স্থান মহাযুদ্ধের বিষয় আর যন্ত্রসভ্যতার কথা। শিল্পের গুণ ও গুরুত্ব ফুটে উঠলো তখনই যখন শিল্প মানুষের জীবনের দিককে তুলে ধরলো।

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকা একটু একটু করে ১৩ থেকে ১৪'র দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং এ সবই সম্ভব হয়েছে আমাদের সর্বজন প্রিয় লেখক, লেখিকা ও গুনমুগ্ধ পাঠক কূলের ঐকান্তিক সহযোগিতায়।

বর্তমানে অধিকাংশ লিটিল ম্যাগাজিন মূল্য বৃদ্ধির জন্য অনলাইন প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে। আমরাও তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বছরে চারটি সংখ্যার মধ্যে দুটি সংখ্যা অনলাইন এবং দুটি সংখ্যা প্রিন্ট আকারে প্রকাশিত হবে।

আগামী সংখ্যা পূজা সংখ্যা। প্রত্যেক লেখক, লেখিকা খুবই ছোট আকারে কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, অনুগল্প এবং শিল্পকলার উপর লেখা পাঠাবেন।

এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানে না

প্রতাপ সিংহ

যতীন বৈরাগী আজ চণ্ডীদাসবাবুর
বাড়ির রোয়াকে বসে
গান গাইছে : এ পৃথিবীর কেউ
ভালো তো বাসে না।
তন্ময় হয়ে যতীন গান গাইছে
দরদে ভরা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর
চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছে
গান শেষ হওয়ার পর আমি তার
পাশে গিয়ে বসলাম
বললাম, হ্যাঁ রে যতীন তুই এই গান
গাইছিলি কেন?
তোকে কি সত্যি সত্যি পৃথিবী
ভালোবাসে না, এটা কি
তোর মনের কথা?
যতীন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল,
হ্যাঁ দাদাবাবু, পৃথিবী যদি
আমার মতো অভাগাকে ভালোবাসত
তা হলে কি আমার এই দশা হয়!
দুটো পয়সার জন্য পথে পথে
ঘুরে বেড়াতে হয়!
পৃথিবী সত্যি আমাদের মতো
দুঃখী লোককে ভালোবাসতে পারেনি।

না পাওয়া

শমী তরফদার

এক নাগরিক অস্থিরতায় আছি আজ
কি যেন নেই আর কি যেন চাই—
বেআব্রু ভাষায় প্রকাশ করার থেকে
নির্বাক চেয়ে থাকা শ্রেয়।
চারদিকে নীতিহীনতার ছবি স্পষ্ট
তবু সান্ত্বনা খুঁজে নিই মনের ভিতর।
মুহূর্তে মুহূর্তে বিকিয়ে যাওয়ার
হাতছানি অথবা চোখরাঙানি
শিরদাড়া সোজা রাখা কঠিন।
তবুও মানবিক মূল্যবোধটুকু থাক
বাদবাকি যা কিছু না পাওয়া
পড়ে থাক পিছনে, ভাষাহীন হয়ে।

কবিতার দেশে

দীনবন্ধু দাস

দূরের ঐ নীল নীল আকাশ প্রান্তরে
সাদা সাদা মেঘের আড়ালে
তোমাকে খুঁজেছি পাইনি তোমায়।
দূরের ঐ বাদাবন তার বুক ছেয়ে
গোলপাতার জঙ্গলে সোনালী
রোদের ঝিলিকে
তোমাকে খুঁজেছি পাইনি তোমায় ।
কুল কুল রবে বয়ে যাওয়া রায়মঙ্গল, ঝিলা,
মাতলা, কালিন্দীরা কালের নিয়মে
মোহনায় ফিরে যায়
রেখে যায় অজস্র স্মৃতি
সেখানেও তোমাকে খুঁজেছি
পাইনি তোমায়।
কবির কাব্যে তোমাকে খুঁজেছি
সাহিত্যিকের গল্প উপন্যাসের মননে
তোমাকে খুঁজেছি
দেখেছি তোমাকে এলোকেশী
কবিতার বেশে
নিস্তব্ধ উদাস দুপুরে।
সেদিন দেখেছি সাঁঝবেলায় তুলসী তলায়
আবিষ্ট তুমি ঈশ্বর আরাধনায়..।
তবুও দেখি শুধু দেখি
পাইনি আমার তুমিকে -
তুমি আছো হৃদয় আকাশে আমার পাশে
কবিতার দেশে কবিতার বেশে।

বেহুলা নদীতে আর নেই স্রোত

অর্পিতা ঘোষ পালিত

ভেঙে গেছে চাঁদ সওদাগরের ডিঙা
পলি জমেছে মনসার দ্বীপে।
লখিন্দরের বাসর ঘরে আজ এয়ার কন্ডিশনার
লোহার বাসর নয় কংক্রিটের পেন্টহাউস।
কালনাগিনী এখন সাইবার ক্রাইম
নিঃশব্দে ছোবল মারে ডেটা কেবলের ভেতর দিয়ে।
বেহুলা নদীতে আর নেই স্রোত
প্লাস্টিক বোতল আর রাসায়নিক ফেনার ওপর
ভেসে চলেছে এক আধুনিক ভেলা
তাতে কোনো মৃতদেহ নেই
আছে কিছু অপঠিত টেক্সট মেসেজ আর
একটা ব্লু-টিক না হওয়া চ্যাটবক্স।
দেবতারা এখন লাইভ স্ট্রিমিংয়ে ব্যস্ত
স্বর্গের নাচগান হচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে।
নেতা আর অভিনেতারা টিকিট কাটছে ইন্দ্রসভার
চাঁদ সওদাগর স্রেফ একজন দেউলিয়া ব্যবসায়ী
ব্যাংকের লোনের দায়ে যে এখন নিখোঁজ
বেহুলা এখন আর কাঁদে না
সে নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে রিলস বানায়
ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজে কোনো ভাইরাল বিরহের সুর
তার ভেলাটা আটকে গেছে
একটা সস্তায় তৈরি ফ্লাইওভারের পিলারে
ডিজিটাল স্ক্রিনে সে খুঁজে ফেরে
অক্সিজেন সিলিন্ডারের নম্বর
নাকি কোনো আইসিইউ-র ফাঁকা বেড?
লখিন্দর মরেনি সাপের কামড়ে
সে মরেছে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের স্ট্রেসে
কিংবা হয়তো কোনো ফেক নিউজের প্যানিক অ্যাটাকে।
নদীটা শুকিয়ে গেছে
যেখানে থাকার কথা ছিল আদিম স্রোত
সেখানে এখন ধোঁয়া ওড়া ট্রাফিক জ্যাম
মনসা হাসছেন মাল্টিন্যাশনাল অফিসের ২০ তলায় বসে
আর বেহুলা স্ক্রোল করে চলেছে
অনন্ত, ক্ষমাহীন, একমুখী এক টাইমলাইন।

যুদ্ধে চাঁদের মুখ পুড়ছে

সুশীল মণ্ডল

এখন যুদ্ধের গনগনে আগুন পৃথিবীর আনাচে কানাচে
যুদ্ধে চাঁদের মুখ পুড়ছে
আগুন হয়ে ঝরছে বিন্দু বিন্দু মেঘ।

যুদ্ধে সূর্যের মুখ পুড়ছে
পুড়ে যাচ্ছে
মানুষের সম্পর্কের জাল
তবু জালে জড়িয়ে শিশুর গালভরা হাসিমুখ,
বারুদে হাসি জেগে থাকে।

অস্থির সময়

ভৃগুরাম হালদার

পরিচর্যাহীন সম্পর্ক আর
পরিকল্পনা হীন জীবন;
ভালোবাসা হীন উন্নয়ন মানে-সার জল হীন টবে শখের ফুল চাষ।
এত আলোকময় বিশ্বে
অন্ধকার ও শুন্যতায় ভরা অন্তরাত্মার মুক্তি চাই।
এসো বন্ধু -
একত্র হই
সম্পর্কে যত্নশীল ও সতর্ক হই,
নবীনদের সাথী হই।
বাঁচার ও বাঁচানোর অঙ্গীকার বদ্ধ হই।
গ্যালারি তে বসে হাততালি নয়, সমালোচনা নয়,
মাঠে নেমে মানুষের পাশে, সমাজের পাশে,
শিশুদের মাঝে কর্মীর সাজে
সুস্থ সংস্কৃতির পরশে মিশে যাই।
আর নয় ইগোর লড়াই - আড়াআড়ি
চলো বিশ্বমানবতার নীল আকাশে স্বস্তির ধ্বজা নাড়ি।।

কবি ও কবিতা

নীতা কবি মুখার্জী

কবিতা আমার জীবন রে ভাই, কবিতায় বাঁচি মরি,
কবিতায় হাসি, কবিতায় কাঁদি, কবিতায় জীবন ধরি।

কবিতা জীবনে, কবিতা মননে, মনের মানসী তুমি!
কবিতা বিনা কবির দশা যে জলহীন মরুভূমি।

কবিতা আমার আসে না মননে, লিখতে পারি না আমি,
দেবীর কৃপায় যা কিছু লিখি তাই যে অনেক দামী।

কবির কল্পনা রূপ পায় তাঁর লেখনীখানির জোরে,
সেই কবিতাই আলো জ্বালে মনে,কতো কিছু মনে পড়ে।

কবি লিখে রাখে শৈশব-কথা কবিতার মহাছন্দে,
বৃদ্ধ বয়সে সেই লেখা পড়ে সুখ পায় মহানন্দে।

প্রেমের কবিতা লিখে রাখে কোনো পাগল প্রেমিক-কবি,
হৃদয়-অঙ্গনে ফুটে উঠে যেন সুন্দর এক ছবি।

অমৃতের সন্ধানে

অমৃতা মুখার্জি

এটিই আমাদের একমাত্র পরিচয়
আমরা ছাপোষা।
জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি
এই উপাধিতেই ভূষিত
এই বিশেষণে বিশেষিত।
শাসন, শোষণ সব সহ্য করে চলেছি হাসিমুখে,
আদি অনন্ত কাল ধরে।
মেকি দাঁত কেলানো হাসিতে ঢেকেছি অন্তরের
সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা।
এ জীবনে কেউকেটা, কেউটে, কালসাপ
কোনটাই হতে পারলাম না।
সমাজের কালসর্প গুলোর বিষ দাঁত ক্রমশ
আরো ধারালো আর বিষাক্ত হচ্ছে।
গরলে ভরা এই পৃথিবীর বুকে কোথায় মিলবে
অমৃতের সন্ধান?

খণ্ড অখণ্ড

রথীন কর

সে এসেছিল একদিন
শীতসন্ধ্যার মগ্নতায়
খণ্ডরূপ দেখেছি তার
বিরহী শ্রাবণ সন্ধ্যায়
তাকে বলেছিলাম
চাই অখণ্ডতা
ভেদহীন পূর্ণতা
খণ্ড অখণ্ডের মধ্যে থাকে
এক অজানা এলাকা
যা পেরোতে পারো
হৃদয়ের দুরূহ প্রয়াসে
আমার সবটুকু দিয়ে
ভাসিয়েছিলাম পুনর্নির্মাণের ভেলা...

ওকে আঁকতে দাও

পার্বতী ভট্টাচার্য

চার বছরের ছোট্ট বুবাই
হাতে খড়ি নিয়ে এঁকে বেড়াচ্ছে।
ও মানুষ আঁকতে চায়
মা, বাবা, দাদু,দিদার মতো সত্যি মানুষ।
পারছেনা। তাই বলে ওকে তোমরা বোকোনা।
ঘর দোর নোংরা করছে?
করুক। ওকে বকবেনা।
দেখো ও ঠিক একসময় খুব ভালো, খুব সত্যি
মানুষ আঁকবে।
বিধাতা ও অনেক চেষ্টা করে মানুষ গড়েছেন।
গুহা মানব থেকে আজকের এই উন্নত
সভ্যতার সৃষ্টি করে ই চলেছেন।
শিল্প কে থামাবার সাধ্য আছে কার?

সাংবাদিক প্রশিক্ষণ শিবির ২০২৬

বি ২ বাংলা ও আলিপুর বার্তার যৌথ উদ্যোগে ১১ জুলাই ২০২৬ সূর্য সেন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো প্রায় ১০০ জন সাংবাদিক নিয়ে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বিশিষ্ট সাংবাদিক ডক্টর তরুণ গোস্বামী, প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক মাননীয় অরিন্দম আচার্য, প্রফেসর তাপস দে, আলিপুর বার্তার এক্সিকিউটিভ এডিটর প্রণব ভূষণ গুহ, ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সাধন সিনহা, সব্যসাচী মুখার্জী , শ্রীমন্ত মন্ডল, ইউসুফ মোল্লা, বাদল বর্মন, কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার, সঞ্জিত দাস, সহ আরো অনেক জ্ঞানীগুনি জন। সভাটি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন চিরদীপ মন্ডল। ছিলেন সাংবাদিক উজ্বল দত্ত, সুখবর পত্রিকা, সাংবাদিক সমীরণ দাস, সমাজবার্তা ও অনান্য চ্যানেল ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক গণ। এই ধরণের কর্মশালা অনুষ্ঠিত করার জন্য বি ২ বাংলার কর্ণধার দীপক কুমার বণিক ও ভৃগুরাম হালদারের ভুয়সী প্রশংসা করেন উপস্থিত সকলেই। এই ধরণের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন বক্তাগণ এবং এই ধরণের সচেতনতা অনুষ্ঠান জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত করার উপর জোর দেন উপস্থিত সকলেই। দুটি পর্বে অনুষ্ঠানটি ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। একটি লাঞ্চের আগে ও আর একটি লাঞ্চের পরে। দুটি পর্বের অনুষ্ঠানই ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সকলকে সার্টিফিকেট প্রদানের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। বি ২ বাংলার তরফ থেকে দীপক কুমার বণিক ও ভৃগুরাম হালদার অনুষ্ঠানের সকল সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন আজকের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য।

স্বার্থের মানদণ্ড

পম্পা হালদার

মানবের জীবন বয়ে চলে এক অদৃশ্য স্বার্থের মাপকাঠিতে।
জন্ম হইতে মানবের মনে জাগ্রত হয় স্বভাবত স্থায়ী ভাবের।।
শিশুকালে শিশুদের আনন্দ থাকে ক্ষুদ্র সীমার অভ্যন্তরে।
কৈশোরে কিশোররা আনন্দে আপ্লুত হয় অসীমের স্তরে।।
চলমান জীবনের আনন্দ আপ্লুত হওয়া, হয়না তো শেষ।
কামনা, বাসনা ,চাহিদা জাগ্রত হয় বিশেষ বিশেষ।।
সূর্য উদয়ের সাথে নতুন দিনের, নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।
জীবন ও জীবনের মোহ বিভিন্ন আসার সঞ্চার ঘটায়।।
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে দেই না তো এই স্লোগান।
আপনারই জন্য আপনি করে জাই এই জয়গান।
নিজ স্বার্থ দৃষ্টি দিয়া দেখি অপরের ক্ষতি।
অপরের দৃষ্টি হয় নিজ নিজস্বার্থে সুখ্যাতি।।
হায় রে মানুষ ; রয়ে গেলে নিজ নিজ কামনা, বাসনা ,আনন্দের ঘেরাটোপে।
এই মহৎ জীবনের পথে দিলে নাতো পরিচয় মহৎ মনুষত্বের !

কাঠগোলাপ

পিঙ্কু দাস

ভোরের কোকিলের ডাক শিশির ভেজার তোমার নরম পাপড়ি,
তোমারেই জীবনের স্মৃতি সাত রঙের রঙে দেয় আলপনা এঁকে।
তোমার শরীর লাজুক, গন্ধহীন তবু যেন বড্ড মায়াবী
এই কোলাহলে ধাতব শহরের, ইট - পাথরের দেয়াল পেরিয়ে।
তোমার ওই হলুদ সাদা শাড়ির মতো স্নিগ্ধ হোক প্রতিটা সকাল।
সবুজ পাতার ওড়না সরিয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়ায়,
তোমার মৃদু সুবাস ভাসে একলা ডালের নির্জনতায়।
স্তব্ধতার চাদরে মুড়ে দেয় হৃদয়ের সব চাপা কথা ,
রূঢ় বাস্তবতার ভিড়ে তোমার উপস্থিতি নরম কবিতা।
নেই কোন অহংকার,শুধু নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া এক অদ্ভুত তৃপ্তি,
ঝরে পড়ে ঘাসের গালিচায়, যেন প্রেমিকের লেখা কোন চিঠি।
নিজই নিজ হাসে , শুধুই তার শরীর জুড়ে নীরবতা
শুধুই বলে চলি কাঠগোলাপ ভালোবাসি - ভালোবাসি একথা।

ফিরে আসার আগে

অরুণোদয় (রাহুল)
বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রেখে
অরুণ কুমার চক্রবর্তী

দুটো দিন না হয় আরও গেলে থেকে
বলেছিল রাহুল।
শব্দ চুয়ে চুয়ে জমে গভীর জলে,
এইতো আসছি
পেট ভরা সমুদ্র নিয়ে
রাত শেষে পাখিদের দেশে।

অপেক্ষার ভেতর
জন্ম নেয় নীরব স্রোত,
অন্যমনস্ক হয়ে থেমে থাকে ঘড়ি
চোখের কোণে জমে মানচিত্র
-আছে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি।

দিগন্তে লেখা অজানা চিঠি,
বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় অর্ধেক কথা
না বলা স্বপ্ন , তা-ই জোরে বাজে
নিঃশব্দের ভেতর অবিরত।

কেউ আসে না, - দরজা খোলা থাকে,
কেউ ডাকে না, তবু নাম প্রতিধ্বনিত হয়,
হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় ছেঁড়া স্বপ্নের গন্ধ
-অলক্ষ্যে বয়ে যায় এক অচেনা নদী।

শেষে আলো নয়, আসে ক্লান্তি
যেখানে দিন রাতের তফাত মুছে যায়-
পাখিরা উড়ে যায় নিজের ঠিকানায়,
আর মানুষ খোঁজে হারানো শব্দ।

ফিরে আসার আগে এইটুকু সময়,
নিজেকেই চিনে নেওয়ার মতো
সমুদ্র যত গভীরই হোক না কেন

ছেলেবেলা

মণীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন.....
তুমি নিয়ে চলো আমায়
ফেলে আসা সেই ছেলেবেলায়,
যখন না কিছু খুব জরুরী ছিল,
না কিছু খুব প্রয়োজন , শুধু
হাসি কান্নায় কেটে যেত দিনগুলো।

আজ বাস্তবের ঘূর্ণিঝড় নিয়ে এসেছে
যৌবন থেকে বার্ধক্যের সীমানায়,
তবু রয়ে গেছে মনের অন্তরালে
সেই হারানো দিনগুলি,.....যা
তোমার তুলির টানে
আজও রয়ে গেছে
জীবন ক্যানভাসে সব থেকে সুন্দর ,
আঁকা হয়ে রয়ে গেছে
স্মৃতির চিলে কোঠায়,
হারিয়ে ফেলা সেই
রামধনুর মিষ্টি মধুর সাত রঙ।।

একজন ছাত্রের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি শিল্পকলা এবং বাস্তবমুখী শিক্ষার জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

অনিন্দিতা ঘোষ
রংয়ের দুনিয়া আর্ট আকাডেমি

ত্রিদীপ মুখার্জী
সুকান্ত আর্ট স্কুল

মোহিতলাল বিশ্বাস
সায়নী শিল্পালয়

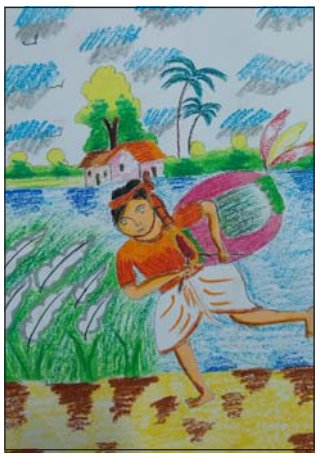

আরোহী ভারতী
অঙ্কনালয় আর্ট সেন্টার

শ্রেয়া সাহা
সায়নী শিল্পালয়

আন্তর্জাতিক শিল্পমঞ্চে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল আর্টবিট শিল্পী গোষ্ঠী

কলকাতার সমকালীন শিল্পচর্চায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল আর্টবিট শিল্পী গোষ্ঠী। শহরের অন্যতম পরিচিত শিল্পগ্যালারি Gallery Gold-এ ২৬ থেকে ২৮ মে ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী "SHADES OF BEING"। তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী শুধুমাত্র শিল্পকর্ম প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি শিল্প, সংস্কৃতি এবং মানবিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে এক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংলাপের মঞ্চে পরিণত হয়।

প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ও বিচারক শ্রী অরুণ কুমার চক্রবর্তী, পরিষদের সভাপতি শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার, বিশিষ্ট চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পী শ্রী তপন কুমার দেবনাথ, বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপৃষ্ঠপোষক শ্রী মলয় কুমার কুন্ডু-সহ ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাতনামা শিল্পী, শিল্পপ্রেমী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।

আর্টবিট শিল্পী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার অভিজিৎ সরকার প্রদর্শনী সম্পর্কে বলেন, 'আমরা শুধু প্রদর্শনী আয়োজন করি না; আমরা এমন একটি আন্তর্জাতিক শিল্পমঞ্চ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে প্রতিভাই হবে শিল্পীর একমাত্র পরিচয়। শিল্পের মাধ্যমে মানুষ, সংস্কৃতি ও দেশকে একত্রিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

তিনি জানান, ১ মে ২০২৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আর্টবিট শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল শিল্পকে সমাজের বৃহত্তর পরিসরের সঙ্গে যুক্ত করা এবং দেশ-বিদেশের শিল্পীদের মধ্যে সৃজনশীল সহযোগিতার এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

এবারের প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলার শিল্পীদের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ, নেপাল, মরিশাস, কঙ্গো এবং তুরস্কের শিল্পীরাও। বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণ প্রদর্শনীটিকে একটি সত্যিকারের আন্তর্জাতিক শিল্পমঞ্চে রূপ দেয়। প্রতিটি শিল্পকর্মে ফুটে ওঠে শিল্পীর নিজস্ব ভাবনা, সামাজিক বাস্তবতা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং মানবজীবনের বহুমাত্রিক অনুভূতি। 'SHADES OF BEING'-এর অন্যতম আকর্ষণ ছিল এর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। এখানে শিল্প শুধুমাত্র নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রকাশ নয়; বরং অস্তিত্বের গভীর প্রশ্ন, মানবিক সম্পর্কের জটিলতা, স্মৃতি, সময়, সমাজ এবং ব্যক্তিসত্তার বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি শিল্পকর্মের মাধ্যমে নতুন ব্যাখ্যা পেয়েছে। ফলে প্রদর্শনীটি দর্শকদের শুধু শিল্প উপভোগের সুযোগই দেয়নি, বরং তাদের নতুনভাবে ভাবতে এবং অনুভব করতেও উদ্বুদ্ধ করেছে।

আর্টবিট শিল্পী গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্পদর্শন। এখানে শিল্পী নির্বাচনের ক্ষেত্রে খ্যাতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় শিল্পীর সৃজনশীলতা, মৌলিকতা এবং সম্ভাবনাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন শিল্পচর্চায় এক ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে, যেখানে নবীন ও প্রবীণ শিল্পীরা একই মঞ্চে সমান মর্যাদায় নিজেদের শিল্পচিন্তা প্রকাশের সুযোগ পান।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে অভিজিৎ সরকার জানান, আর্টবিট শিল্পী গোষ্ঠী আগামী দিনে আন্তর্জাতিক শিল্প বিনিময় কর্মসূচি, শিল্পী রেসিডেন্সি, কর্মশালা, শিক্ষা কার্যক্রম এবং বৈশ্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিল্পীদের জন্য আরও বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর।

তার কথায়, 'আমাদের স্বপ্ন একটাইএকদিন পৃথিবী শিল্পের ভাষায় কথা বলবে। শিল্পই হবে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সৃজনশীলতা ও মানবিকতার সর্বজনীন সেতুবন্ধন।'

'SHADES OF BEING' তাই কেবল একটি শিল্পপ্রদর্শনী নয়; এটি এক চলমান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতীক। এই উদ্যোগ প্রমাণ করেছে, আর্টবিট শিল্পী গোষ্ঠী আজ আর শুধুমাত্র একটি সংগঠন নয়, এটি আন্তর্জাতিক শিল্পচিন্তা, সৃজনশীল সহযোগিতা এবং ভবিষ্যতের শিল্পভাষা নির্মাণের এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।

সৃজনশীল আর্ট ওয়ার্কশপ

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ ও 'আলো ছায়া'-র যৌথ উদ্যোগে গত ৩১/০৫/২০২৬ তারিখে চাকলা ভাই বন্ধু পার্কে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল Indian Oriental Art Competition and Workshop।

অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের সভাপতি শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র সরকার এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্রশিল্পী সুশান্ত সরকার মহাশয়।

সারাদিনব্যাপী এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল ড্রয়িং প্রতিযোগিতা, নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনা, সৃজনশীল আর্ট ওয়ার্কশপ এবং নানা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। ছোট ছোট শিল্পীদের উচ্ছ্বাস, কল্পনা ও প্রতিভায় মুখর হয়ে উঠেছিল সমগ্র প্রাঙ্গণ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী, যেখানে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের সম্মানিত করা হয়।

মনের ময়ূর - পাপিয়া মল্লিক

গ্রীষ্ম এলেই সবাই তখন বর্ষার দিন গোনে,
কেউ কেউ তো বৃষ্টির পায়ের শব্দ শোনে।
কান পাতলেই শুনতে পারি, ঝমঝম ঝমঝম,
আবার শুনি পড়ছে না আর, কিন্তু সে থম থম।
এসেই গেলো বৃষ্টি এবার একটু তাড়াতাড়ি ,
গরম থেকে রেহাই পেলাম চিন্তা সেটাই করি।
কিন্তু গরম দুষ্টু ভারী চায় না মোটেই যেতে,
রয়েই যাবে সবার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে।
কি আর করা মেনেই নিলাম রোদ বৃষ্টি দুটোই,
সোনা দানা মুক্ত মানিক সবই থাকুক মুঠোয়।
প্রকৃতি দেয় উজাড় করে সবাই কে সব দিতে ,
আমরা এখন এমন কৃপণ পারিনা কিছুই নিতে।
ঘরে বসে মোবাইলে সবাই আমরা বন্ধ,
কে আর এখন খুঁজতে বেরোয় এসব মণি মুক্ত।
খোঁজ রাখিনা কারো আর, ব্যস্ত ভীষন সবাই,
মুঠো ফোনেই কাজ সারছি নববর্ষ বিজয়ায়।

এই আমাদের পন - গৌতম সরকার

সবাই মিলে করবো মজা, পড়বো ছড়ার বই।
আজকে শুধু ছন্দ নিয়ে করবো যে হইচই।।
ছড়ায় মেতে আনন্দেতে, হালকা হাওয়ায় ঠিক।
মেঘের মতো অবাধে আজ ,ভাসবো দিগ্বিদিক।।
ছন্দে ছড়া হুড় মুড়িয়ে, করবো সবাই পাঠ।
আকাশ দূরে উঠবে কেঁপে , কাঁপবে সবুজ মাঠ।।
পড়ুক ঝরে ছন্দ সুধা, মিষ্টি করুক মন।
ছড়ায় ধরা ভরিয়ে দেবো এই আমাদের পন।।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
ঘোলা, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১১
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।
সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com